গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৪২ সংখ্যা | ২ - ৮ জুন ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি
মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

যারা সংস্কৃতিগত, আদর্শগত আন্দোলনকে অবহেলা করে শুধু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তাতে কাজ হবে না। এক্ষেত্রে বাড়তি বিপত্তিটা হচ্ছে, যদি মানুষের আকাঙ্ক্ষা আমরা মেটাতে ব্যর্থ হই, তাহলে যে হতাশা আসবে, সেই পথ বেয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, স্বৈরতন্ত্র, ধর্মান্ধতা প্রবল বেগে ঢুকে পড়বে। তাই সংস্কৃতিগত মানকে কোনও মতেই অবহেলা করা যায় না বলেই আমরা এর উপর বিশেষ জোর দিচ্ছি। তা নাহলে বুঝতে পারা যাবে না, কেন আমরা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রেনেসাঁস, মানবতাবাদ, তার সঙ্গে কমিউনিজমের নীতি-নৈতিকতা, দর্শন নিয়ে এত চর্চা করছি। আমরা চাইছি, একদিকে রাজনৈতিক কর্মীদের সাংস্কৃতিক মানটাকে তোলা, আরেকটা হচ্ছে, গোটা দেশে প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের মধ্যেও এই চর্চাকে প্রসারিত করা। আপনারা লক্ষ করে দেখবেন, নেতাজির মূর্তিতে মালা দিয়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

এ ভারত নরেন্দ্র মোদির
আমাদের নয়

২৮ মে দিল্লিতে পুলিশি হামলা

২৯ মে কলকাতায় প্রতিবাদী বিক্ষোভ

একদিকে যখন প্রধানমন্ত্রী নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করে তাঁর ন'বছরের কীর্তি ঘোষণা করছেন, নতুন ভারত গড়ার কথা বলছেন, আগামী দিনগুলিতে গণতন্ত্রকে কোন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন তার ফিরিস্তি দিচ্ছেন, ঠিক তখনই তার অদূরে তাঁর সরকারের শত শত পুলিশ প্রকাশ্য দিবালোকে ধুলোয় লুটিয়ে দিল গণতন্ত্রকে, গণতান্ত্রিক অধিকারকে। তারা হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশ্বে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা অলিম্পিকে পদকজয়ী সাক্ষী মালিক, কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম স্বর্ণপদকজয়ী মহিলা কুস্তিগির বিনেশ ফোগট, টোকিয়ো অলিম্পিকে পদকজয়ী কুস্তিগির বজরং পুনিয়া, তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা ফোগটদের উপর। পুলিশ বর্বরের মতো টেনে-হিঁচড়ে, চ্যাংদোলা করে গ্রেফতার করল তাঁদের। যৌন নির্যাতনের দায়ে অভিযুক্ত ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের শাস্তির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে যেখানে অবস্থান আন্দোলন চালাচ্ছিলেন এই ক্রীড়াবিদরা, পুলিশ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল তাঁদের সেই ধর্নার তাঁবু। গ্রেফতার হওয়া ক্রীড়াবিদরা তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, দেশের জন্য পদক এনে এটাই কি আমাদের প্রাপ্য ছিল?

পুলিশের এই বর্বরতায় স্তম্ভিত সারা দেশ। মানুষ জানতে চায়, এমন নতুন ভারত গড়ার কথাই কি তবে বললেন প্রধানমন্ত্রী? এই গণতন্ত্রই কি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তিনি নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে? অবাক বিস্ময়ে মানুষ দেখছে, অপরাধী বিজেপি সাংসদ সরকারের আশ্রয়ে বহাল তবিয়তে রয়েছে, অথচ ন্যায়বিচার চাওয়া ক্রীড়াবিদরা জেলবন্দি। ন্যায্য দাবিতে প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙতে এ দিন যে নৃশংস বর্বরতায় পুলিশ লেলিয়ে দিল নরেন্দ্র মোদি সরকার, তাতে গোটা বিশ্বের সামনে তার গণতান্ত্রিক মুখোশটি টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়ল।

ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের বিরুদ্ধে মহিলা কুস্তিগিরদের উপর দীর্ঘদিন ধরে যৌন নিগ্রহ চালিয়ে যাওয়ার যে অভিযোগ

আটের পাতায় দেখুন

তীব্র নিন্দায় এসইউসিআই(সি)

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের পুলিশ ২৮ মে যে নৃশংস বর্বরতায় যন্তরমন্তরে অবস্থানরত সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগত, বজরং পুনিয়া সহ পদকজয়ী কুস্তিগিরদের উপর হামলা চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেছে এবং ভোরবেলায় দিল্লির এস ইউ সি আই (সি) দফতরে আচমকা হানা দিয়ে এই আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস-এর রাজ্য সম্পাদক ঋতু কৌশিক, এস ইউ সি আই (সি)-র হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সদস্য রাজেন্দর সিং এবং এআইকেকেএমএস-এর হরিয়ানা রাজ্য

চারের পাতায় দেখুন

জন্মশতবর্ষের সমাপনী সমাবেশে

ব্রিগেড চলুন

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

৫ আগস্ট
শনিবার
বেলা ১২টা

চার্জ পাঁচগুণ বাড়িয়েও বিদ্যুৎ
গ্রাহক বিক্ষোভে পিছু হঠল সরকার

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ২০২৩-২৪ বর্ষের মাশুল তালিকা (ট্যারিফ অর্ডার) প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে গ্রাহকদের ওপর নানা অযৌক্তিক চার্জ চাপানো হয়েছে। এতদিন লাইন কাটা যাওয়ার পর তা জোড়ার জন্য ডিসকানেকশন-রিকানেকশন (ডিসিআরসি) চার্জ ছিল ১০০ টাকা। এবার গৃহস্থ, বাণিজ্যিক, ক্ষুদ্রশিল্পে (৫০ কে ভি এ লোড পর্যন্ত) এই চার্জ হবে ৫০০ টাকা। এছাড়া দ্বিগুণ হারে ফিক্সড চার্জ ধার্য করা হয়েছে। মিনিমাম চার্জ প্রায় তিনগুণ বাড়ানো হয়েছে। গ্রাহকরা বারবার দাবি জানিয়েছেন বিল জমা দিতে দেরি হলে যে লেট পেমেন্ট সারচার্জ দিতে হয় তা কখনওই ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ দেয় তার থেকে বেশি হতে পারে না। এর আগে এই দাবির যৌক্তিকতা বিদ্যুৎ কোম্পানির অফিসাররা অস্বীকারও করতে পারেননি। অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) এই বিদ্যুৎ গ্রাহক স্বার্থবিরোধী ট্যারিফ অর্ডারের প্রতিবাদে ২২-২৮ মে সারা বাংলা প্রতিবাদ সপ্তাহের ডাক দিয়েছিল।

পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় প্রতিবাদ মিছিল

২৩ মে প্রতিবাদ সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন অ্যাবেকার নেতৃত্বে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির চেয়ারম্যান, রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং প্রায় সমস্ত জেলার রিজিওনাল ম্যানেজার ও ডিভিশনাল ম্যানেজারদের কাছে ব্যাপক গ্রাহক বিক্ষোভ হয়। গ্রাহকরা এই ট্যারিফ অর্ডার প্রত্যাহার এবং স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার বসানো বন্ধ করার দাবি জানান।

অ্যাবেকার নেতৃবৃন্দ বলেন, এই ট্যারিফ অর্ডারে শুধু ডিসিআরসি চার্জ পাঁচগুণই করা হয়নি ফিক্সড চার্জ এবং মিনিমাম চার্জও মারাত্মকভাবে বাড়ানো হয়েছে। অথচ, ফিক্সড চার্জ আলাদা করে ধার্য করাটাই অযৌক্তিক। কারণ বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি যে মোট খরচের হিসাব ধরে গ্রাহকদের মাশুল ঠিক করে সেই এগ্রিগেট রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্টের মধ্যেই ১৯টা বিষয় বা আইটেম ধরা আছে। বিদ্যুৎ কেনা, জ্বালানী খরচ ছাড়াও ১৭টা আইটেম এতে আছে। সব মিলিয়ে কোম্পানির ফিক্সড বা ভ্যারিয়েবল দুধরনের খরচই পুরোপুরি এর মধ্যে ধরা আছে। তাহলে এর বাইরে কোনও বিষয়ের জন্য আলাদা করে ফিক্সড বা ডিম্যান্ড চার্জ নেওয়া যায় না। এর পরেও বর্তমান ট্যারিফ অর্ডারে লো এবং মিডিয়াম ভোল্ট কনজিউমারদের ওপর এই অযৌক্তিক ফিক্সড চার্জের বোঝা দ্বিগুণ করা হয়েছে। সাধারণ গ্রাহকদের মিনিমাম চার্জ এমন করে বৃদ্ধি করা হয়েছে যেন কম বিদ্যুৎ খরচ করাটাই অন্যায়। গৃহস্থ গ্রাহকদের মিনিমাম চার্জ ২৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭৫ টাকা, বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০৫ টাকা, কৃষি গ্রাহকদের এতদিন মিনিমাম চার্জ ছিল না, এখন হল ৭৫ টাকা, ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহকদেরও মিনিমাম চার্জ শূন্য ছিল, এখন তা ২০০ টাকা। লেট পেমেন্ট সারচার্জ নেওয়া হয় বিলের ওপর ২৪ শতাংশ হারে। অ্যাবেকার দাবি তা ব্যাঙ্ক রেটে করতে হবে। এই দাবিকে বন্টন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ মৌখিকভাবে মান্যতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা কমানো হয়নি।

ক্ষুদ্র গ্রাহকদের ওপর বোঝা চাপালেও দেখা যাচ্ছে, হাই ও এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ব্যবহারকারী বৃহৎ পুঁজির গ্রাহকদের এনার্জি চার্জ কমানো হয়েছে, ফিক্সড চার্জ একই রাখা

ছয়ের পাতায় দেখুন

চার্জ বেড়ে ৫০০ টাকা!
নদিয়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

রিকানেকশন ও ডিসকানেকশন চার্জ ১০০টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করার প্রতিবাদে এবং ডোমেস্টিক ও কমার্শিয়াল গ্রাহকদের জন্য মিনিমাম চার্জ দ্বিগুণ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৬ মে নদিয়া জেলার আড়ংঘাটা বিদ্যুৎ সাপ্লাই অফিসে অ্যাবেকার ডাকে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। সংগঠনের জেলা সভাপতি আশীষ সরকারের নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি দেয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য জয়দীপ চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শুনতেই হবে তাঁর 'মন কি বাত'!
না শোনায় শাস্তি
চণ্ডীগড়ের নার্সিং ছাত্রীদের

রাজারাজড়াদের আমলে তাঁদের নানা খেয়ালের কোপে সাধারণ মানুষের গর্দান যেত। তবু শোনা যায়, তাঁদের কেউ কেউ নাকি ছদ্মবেশে প্রজাদের মনের কথা শোনার চেষ্টা অন্তত করতেন। কিন্তু 'গণতান্ত্রিক' ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দু'চারজন 'বিশেষ মিত্র' ছাড়া দেশের আর কোনও মানুষের মনের কথা শুনতে আগ্রহী বলে কেউ জানে না। কিন্তু তাঁর 'মন কি বাত' দেশের মানুষকে শুনতে হয় এবং সেই 'মন কি বাত' কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারের শত কোটির বেশি খরচ করে প্রতি মাসে দূরদর্শন এবং রেডিওতে প্রচারিত হয়। ২০১৪ সাল থেকে সরকারি প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণ চলছে।

অবশেষে গত ৩০ এপ্রিল পার হল এই অনুষ্ঠানের শততম পর্ব। বিভিন্ন সরকারি অফিসে, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়। বলা বাহুল্য তার জন্য সরকারি কোষাগারের অর্থে কোনও ঘাটতি ছিল না। নির্দেশ ছিল খুব কড়া— প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা বলে ব্যাপার, যত কাজই থাক, মন চাক বা না চাক— শুনতেই হবে।

সেই নির্দেশ অমান্য করলে কী হয় টের পেয়েছেন চণ্ডীগড় পিজিআইএমইআর-এর ৩৬ জন নার্সিং ছাত্রী। তাঁরা ওই অনুষ্ঠানে গরহাজির ছিলেন। আর তাতেই রুষ্ট হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেয় প্রথম বর্ষের ২৮ জন এবং তৃতীয় বর্ষের ৮ জন ছাত্রী এক সপ্তাহের জন্য হস্টেলের বাইরে বেরোতে পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্তাবকের বাইরে কেউ প্রশাসকের চেয়ারে থাকবেন এমনটা এই 'গণতন্ত্রের পীঠস্থানে' আশা করাই বৃথা! তাই শাস্তি তো হবেই! এই ঘটনায় এই বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ঝাঁঝরা হওয়া আসল চেহারাটা ফুটে বেরিয়েছে! স্বৈরাচারী হিটলার-মুসোলিনিদের অনুসারী বলে গর্ব করতেন নরেন্দ্র মোদিজির গুরু আরএসএস নেতা হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকর সাহেবরা। প্রধানমন্ত্রী তাদের মান রাখছেন বৈ কী!

আমাদের প্রধানমন্ত্রী এতই 'গণতান্ত্রিক' যে তাঁর শাসনকালে আজ পর্যন্ত একটিবারও জনগণের কোনও অংশই তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পাননি। এমন কী নরেন্দ্র মোদি আজ পর্যন্ত একবারও সাংবাদিক সম্মেলন পর্যন্ত করেননি। আম্বানি-আদানিদের টিভি-চ্যানেলে কিছু বশংবদ সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিলেও, সাধারণ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি তিনি। কারণ তিনি জানেন সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগের পাহাড় জমা হয়েছে। তাই সাংবাদিকদের, তথা দেশের মানুষের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। খোদ মোদিজির দলের সাংসদ এবং জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগের সুরাহা চেয়ে দিল্লির যন্তর-মন্তরে দীর্ঘদিন ধরে ধরনায় বসে আছেন দেশের পদকজয়ী মহিলা কুস্তিগিররা। তাঁদের মনের কথা কি প্রধানমন্ত্রী শুনতে চাইতে পারতেন না? এই পদকজয়ী কন্যারা তাঁর বেটি বাঁচাওয়ের স্লোগান কান ভরে শুনেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কানে অত্যাচারিত এই বেটিদের কথা পৌঁছায়নি। কারণ মূল অভিযুক্ত হল তাঁর দলের ছয় বারের সাংসদ। শুধু তাই নয়, ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে লালকৃষ্ণ আদবানির কুখ্যাত 'রথযাত্রা'য় সে ছিল 'রথ' অর্থাৎ গাড়ির চালক। কাজেই এমন ভয়ংকর অপরাধের অভিযোগ সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি মোদিজির পুলিশ। উল্টে দেশের এই কৃতী কন্যাদেরই হেনস্থা এমনকী গ্রেপ্তার পর্যন্ত করেছে।

এইভাবে দেশের অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর মনের কথাও প্রধানমন্ত্রী শোনেননি, তাদের স্বার্থরক্ষার কথা, উচ্চতম স্তর পর্যন্ত উন্নত মানের শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবেননি। ভাবলে, তাঁর সরকার চূড়ান্ত শিক্ষাবিরোধী, ছাত্রস্বার্থবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ চালু করতে পারত না। এই ব্যাপারে ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপক-অভিভাবক-শিক্ষাবিদ কারও মতই সরকার নেয়নি। কোভিডজনিত লকডাউনের আড়াল নিয়ে এই শিক্ষানীতি জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে।

কৃষকের মনের কথা কি প্রধানমন্ত্রী শুনেছেন? যাঁদের শ্রমের সোনার ফসল দেশবাসীর অন্ন জোগায়, তাঁদের চোখের জল কি তাঁর মনে কোনও দাগ কেটেছে? বাস্তব বলছে, না। না হলে সংসদে কোনও আলোচনা করতে না দিয়ে চরম কৃষক-স্বার্থবিরোধী তিনটে কৃষি আইন আনতেন না। বিদ্যুৎ বিল ২০২১ এনে কৃষক সহ সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করতে চাইতেন না।

কৃষকরা এক বছরের বেশি সময় ধরে দিল্লির সীমান্তে ধরনায় বসে থাকলেন। তীব্র শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার মধ্যে অটল এই কৃষকদের সাতশো জনের বেশি প্রাণ দিলেন ধরনাস্থলেই। প্রবল জনমতের চাপে কৃষকবিরোধী আইনগুলি আপাতত তুলে নিতে বাধ্য হলেও কর্পোরেট 'মিত্র'-দের মনের কথা শুনে পিছনের দরজা দিয়ে প্রতিশ্রুতির বিপরীত কাজ করে চলেছে বিজেপি সরকার। অন্যদিকে শ্রম কোডে পরিবর্তন এনে নতুন শ্রম আইন লাগু করে শ্রমিকদের সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথে অর্জিত সমস্ত অধিকার তারা কেড়ে নিতে চাইছেন, যার বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিক শ্রেণি আন্দোলনে নেমেছে। সুতরাং শ্রমিকের মনের কথা শোনার তাগিদও অনুভব করেননি মোদিজি।

আসলে মোদিজি জানেন, দেশের সাধারণ মানুষের মনের কথা শুনতে গেলে একচেটিয়া পুঁজি মালিক কর্পোরেট মিত্রদের কথা আর শুনতে পারবেন না। আর এই মিত্ররাই তাঁর আসল প্রভু, তাঁর গদি টিকিয়ে রাখার ভরসা। কাজেই তিনি নিরাপত্তাবাহিনীর ঘেরাটোপে থেকে মাসে একটিবার যে 'মন কি বাত' মোদিজি শোনান সে আসলে ওই ধনকুবেরদেরই মনের কথা।

শ্রমিকের প্রাণে বাঁচার নিরাপত্তাটুকুও নেই

পরিবারকে আর্থিক সঙ্কট থেকে বাঁচাতে হবে। বাবা-মাকে দেখতে হবে। ভাইবোনেদের দায়িত্ব নিতে হবে। তাই যে করেই হোক একটা চাকরি চাই। এই জেদ নিয়েই দিনরাত এক করে ফেলেছিল রাম ভগত। গ্র্যাজুয়েশনের পর পেশাদারি প্রশিক্ষণ সেন্টারে ভর্তি হয়ে দক্ষতার সাথে সে ভাল রেজাল্টও করেছিল। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে নিয়োগপত্র মেলে গুজরাটের একটি বেসরকারি কারখানায়। সেদিন রাম ভগতের পরিবারে খুশির জোয়ার।

কিন্তু এ আনন্দ বেশিদিন টিকল না। মাস ছয়েক পরে বাড়িতে খবর এল কারখানাতেই দুর্ঘটনা, মারা গেছেন রাম ভগত। শোকে পাথর বাবা-মাকে কেউ কেউ বোঝাতে চাইলেন, কপালে নেই, তাই এত সুখের চাকরিটা করতে পারল না! কিন্তু রাম ভগত তো একা নন, প্রতি বছর এমন শিল্প দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে হাজারে হাজারে শ্রমিকের। সব মৃত্যুই কি 'কপালদোষে'-র ঘাড়ে চাপাবেন শিল্প মালিক আর সরকারি কর্তারা?

শিল্পাঞ্চলের যাঁরা খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁরা জানেন, মালিকদের কাছে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। এর জন্য টাকা খরচে তাদের প্রবল অনীহা। এই খাতে যতদূর সম্ভব কম অর্থ বরাদ্দ করাটাই ভারতের শিল্প কর্তাদের দস্তুর। সম্প্রতি একটি সমীক্ষাও দেখিয়েছে, ভারতে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ভীষণ দুর্বল। বিভিন্ন কারখানায় একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। তাতে বহু শ্রমিক মারাও যাচ্ছেন, আহতদের সংখ্যাও বিপুল। অথচ দুর্ঘটনা বন্ধ রাখার জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সে ক্ষেত্রে শিল্প-মালিকদের নজরদারি তলানিতে।

কেন এই উদাসীনতা? শ্রমিকই তো উৎপাদনের মূল কারিগর। শ্রমিকের শ্রম যুক্ত না হলে কারখানা অচল। বলতে গেলে শ্রমশক্তিই উৎপাদনের জীবন্ত উপাদান। এর ব্যবহার ছাড়া উৎপাদনের বাকি সব উপাদান নিষ্ক্রিয়। শ্রমিকের শ্রমশক্তির ব্যবহার করেই মালিকরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে। অথচ তাদের দেয় না বাঁচার মতো মজুরি, ন্যায্য মজুরি তো দূরস্থান। শ্রমিকের নিরাপত্তাটুকুরও গুরুত্ব মালিকের কাছে নেই। এ কি মালিকের খেয়াল? দায়িত্ববোধের অভাব? নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির বাড়বৃদ্ধি? না কি শ্রমিকদের প্রতি এই অবহেলার অন্য কোনও উৎস আছে?

ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফ্যাক্টরি অ্যাডভাইস সার্ভিস অ্যান্ড লেবার ইনস্টিটিউট (ডিজিএফএএসএলআই)-২০২১-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সালে ভারতে বিভিন্ন শিল্পে ৩২ হাজার ৪১৩টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে ১০৫০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ৩ হাজার ৮৮২ জন। শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ জানে, সরকারি রিপোর্টে দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহতদের যে সংখ্যা দেখানো হয়, তা বাস্তবের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এর কারণ তিনটি। প্রথমত, তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা যথাযথ নয়। তথ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব লোকাল ইন্সপেক্টরের, তিনি সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তদন্ত করবেন। এমনটাই নিয়ম। কিন্তু নিয়মের অন্তরালে রয়েছে বহু অব্যবস্থা।

তথ্য বলছে, প্রতি ৫০০ কারখানার জন্য রয়েছেন মাত্র এক জন ইন্সপেক্টর। এতেই বোঝা যায়, তথ্য কেমন সংগ্রহ করা হয়। এটা যে একটা গুরুতর বিষয়, তা মালিকদের আচরণে যেমন বোঝাই যায় না, তেমনই রাজ্যের বা কেন্দ্রের শ্রমদপ্তরও শ্রমিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত এই বিষয়টিতে কোনও গুরুত্ব যে দেয় না, তথ্যই তা বলছে।

দ্বিতীয় কারণটি হল, ইন্সপেক্টর পদগুলিতে প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনও নিয়োগই হয়নি। সেফটি ইন্সপেক্টর, মেডিকেল ইন্সপেক্টর, হাইজিন ইন্সপেক্টরের অর্ধেক পদই ফাঁকা। তা হলে দুর্ঘটনা হলে কে তথ্য সংগ্রহ করতে যাবেন? কে পরিদর্শন করবেন?

তৃতীয় কারণটি হল, আইনের কারসাজিতে সরকার সংগঠিত ক্ষেত্র থেকে বাদ দিয়ে বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অসংগঠিত তকমা দিয়ে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক স্বার্থে শ্রম আইন মেনে চলার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরিগুলির মধ্যে ৭৮ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনও তদন্তই হয় না। ঝুঁকিবহুল ফ্যাক্টরিগুলির মধ্যে ৬৫ শতাংশ তদন্তের বাইরে। বিশাল সংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প যারা জিডিপিতে ৩৩ শতাংশ অবদান রাখে, সেখানে শ্রমিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনই নেই। তা হলে পার্লামেন্টে বা বিভিন্ন বিধানসভায় এমপি, এমএলএ হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন যাঁরা, তাঁরা শ্রমিক স্বার্থে কী করছেন? এ বিষয়ে শ্রমিক স্বার্থে কোনও আইন কি তাঁরা করতে পারেন না?

বাস্তব বলছে, শ্রমিক স্বার্থে ইতিপূর্বে যতটুকু আইন ছিল, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শ্রম আইন সংশোধনের নামে তা এমনভাবে পাল্টে দিয়েছে যে, সেখানে শ্রমিক-স্বার্থ বলে কিছু নেই। নতুন শ্রমকোড পুরোটাই মালিকের স্বার্থবাহী। কোন রাজ্যগুলিতে শিল্প দুর্ঘটনা এবং শ্রমিক মৃত্যু বেশি করে ঘটছে? গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এ ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। অন্য রাজ্যগুলিও খুব ভাল অবস্থায়, তা নয়। বোঝাই যায় শ্রমিকের জীবনের দাম মন্ত্রী-আমলাদের কাছে নেই বললেই চলে।

শিল্পের জন্য শ্রমিক অপরিহার্য হলেও পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কই শ্রমিককে এমন দুঃসহ অবস্থায় ঠেলেছে। সর্বোচ্চ মুনাফা করার জন্য মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকেই শুধু বঞ্চিত করছে তাই নয়, এঁদের নিরাপত্তার পিছনে খরচটুকুও করছে না। ফলে একের পর এক শিল্প দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। শ্রমিক শ্রেণির মহান শিক্ষক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর 'সাম্যবাদের মূলনীতি' লেখায় দেখিয়েছিলেন, "*(দাসব্যবস্থায়)* একজন বিশেষ দাস একজন বিশেষ প্রভুর সম্পত্তি হওয়ায়, যত করুণ অবস্থার মধ্যেই তাকে বাস করতে হোক না কেন, তার জীবনধারণের একপ্রকার নিশ্চয়তা ছিল। কারণ, এক্ষেত্রে দাসপ্রভুর স্বার্থ নিহিত ছিল। অন্যদিকে, একজন বিশেষ সর্বহারা কার্যত সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণির সম্পত্তি। এই বুর্জোয়া শ্রেণির যে কেউ তার নিজস্ব প্রয়োজনে ওই সর্বহারার শ্রম ক্রয় করতে পারে। তাই তার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব রক্ষিত হওয়ার কোনও নিরাপত্তা নেই, যা আছে তা হল শ্রেণি হিসাবে তার সামগ্রিক অস্তিত্বের নিশ্চয়তা।"

মালিক জানে একজন শ্রমিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেও তার কোনও ক্ষতি নেই, শত শত শ্রমিক জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ওই কাজটি পেতে তীর্থের কাকের মতো কারখানার গেটে লাইন দিতে প্রস্তুত। তাই শ্রমিকের মৃত্যু কিংবা অঙ্গহানিতে মালিক বা তাদের সেবাদাস সরকারের কিছুই আসে যায় না। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাই শ্রমিককে এই দুঃসহ অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে। আইন মেনে শ্রমিকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে মালিকদের বলার কথা কার? সরকারেরই তো! কিন্তু এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এমনই মহিমা যে, যারা মালিকের সেবায় যত এগিয়ে থাকে সেই দলই ভোটে জিতে সরকার গড়তে পারে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা সময় যারা সরকারের গদিতে বসে, সেই দলগুলি মূলত চলেও মালিকের টাকায়। তাই শ্রমিকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কিংবা তার বাঁচার মতো মজুরি দেওয়ার দায় সরকারেরও নেই, মালিকেরও নেই।

নোট বাতিল কিংবা নতুন করে ছাপিয়ে আবার বাতিল

কোনওটির সাথেই জনস্বার্থের সম্পর্ক নেই

আবার দু হাজার টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তবে এ বার আর তা রাতারাতি নিষিদ্ধ করা হয়নি। সাধারণ মানুষ ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় পাবেন ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা দিতে বা বদলে নিতে। যদিও সাধারণ মানুষ নোট বদলাতে গিয়ে ব্যাঙ্কে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতারই সম্মুখীন হচ্ছেন। কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা দিতে পারেনি।

কিন্তু নতুন করে দু'হাজার টাকার নোট ছাপানোর মাত্র সাত বছরের মাথায় তা বাতিল করতে হল কেন? কেন আবার মানুষকে লাইন দিয়ে নোট বদলাতে হচ্ছে? এ সব কোনও প্রশ্নেরই উত্তর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেশের মানুষের কাছে রাখা হয়নি? কেন হয়নি? ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী রাতারাতি নোট বাতিল ঘোষণা করায় সবচেয়ে বিপাকে পড়েছিল, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তো সাধারণ মানুষই। লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু হয়েছিল কয়েক শো সাধারণ মানুষেরই।

পাঁচশো এবং এক হাজার টাকার নোট বাতিলের কারণ হিসাবে সে দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন, দেশে কালো টাকার যে সমান্তরাল অর্থনীতি চালু রয়েছে তার বেশির ভাগটাই রয়েছে পাঁচশো এবং এক হাজার টাকার নোটে। তিনি এই দু'রকমের নোট বাতিল করে কালো টাকার অর্থনীতিকে ভেঙে দিতে চান। এর সাথে তিনি যোগ করেছিলেন, কালো টাকার জোগান বন্ধ করে দেশের অভ্যন্তরের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যের কথা। আজ নোট বাতিলের সাত বছর পরে দেশে কারও মনে আর কোনও সন্দেহ নেই যে, দেশের সাধারণ মানুষকে অশেষ দুর্ভোগে ফেলা ছাড়া নোট বাতিলের ঘোষিত কোনও উদ্দেশ্যই সফল হয়নি। অবশ্য বৃহৎ পুঁজি মালিকদের স্বার্থে ছোট ব্যবসাকে লাটে তোলার কাজটি তারা এর দ্বারা করতে পেরেছেন। আর বৃহৎ পুঁজি মালিকদের ঋণ খেলাপির চোটে তহবিলশূন্য ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভরাতে মানুষের ঘাড় ভেঙে নগদ জোগানোর কাজটিও তারা করতে পেরেছেন।

নোট বাতিলের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা যায়, বাজারে যত টাকা ছিল, প্রায় তার পুরোটাই ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে ফিরে এসেছে। উপরন্তু পুরনো নোট ফিরিয়ে নিতে এবং নতুন নোট ছাপতে সরকারের একটা বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ হয়ে গেছে। নোট বাতিলের ফলে ছোট-মাঝারি শিল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের কোমর ভেঙে গিয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে মূলধন খুইয়ে বহু জন সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছে। আর তার জায়গা দখল করেছে বৃহৎ পুঁজির মালিকরা। তাই তো তাদের আশীর্বাদ আজও মোদি সরকারের উপর ঝরে পড়ছে।

প্রশ্ন হল, পাঁচশো এবং এক হাজার টাকার যে বড় নোটকে কালো টাকার ভিত্তি হিসাবে দেখিয়ে বাতিল করা হয়েছিল, তার পরিবর্তে আরও বড় দুহাজার টাকার নোট সরকার ছাপল কেন? এই দুই ধরনের নোটে কালো টাকা জমিয়ে রাখার যে সুবিধা, দুহাজার টাকার নোটে তো তার চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা। তা হলে কেন সেদিন দুহাজার টাকার নোট ছাপা হল? এর দ্বারা কী ভাবে কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব? দেশের সাধারণ মানুষ অন্তত তা সেদিন উপলব্ধি করতে পারেননি। এবং এ ভাবে যে কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না, তা দেশজোড়া কালো টাকার রমরমা থেকেই স্পষ্ট। এ রাজ্যে তো বটেই, অন্য রাজ্যগুলিতেও কালো টাকা যতটুকু ধরা পড়ছে তার একটা বড় অংশ দুহাজার টাকার নোট হিসাবে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, দুহাজার টাকার নোট চালুর দ্বারা আসলে কালো টাকার কারবারিদেরই সুবিধা হয়েছে। মোদি সরকারের আস্থাভাজন এক অর্থনীতিবিদ, প্রাক্তন মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা কে ভি সুব্রহ্মণ্যনের মতে, বাজারে এখন যে ৩.৬ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের দুহাজার টাকার নোট রয়েছে তার ৮০ শতাংশই কালো টাকা মজুত রাখতে কাজে লাগানো হচ্ছে। যার মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা। তা হলে পাঁচশো এবং এক হাজার টাকার নোট বাতিল এবং দুহাজার টাকার নোট নতুন করে ছাপানোয় কোন উদ্দেশ্যটা সফল হল?

এ-সব কোনও প্রশ্নের উত্তরই প্রধানমন্ত্রী সে দিন যেমন দেশের মানুষকে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি আজও তেমন মনে করেন না। কেন মনে করেন না? একটি গণতান্ত্রিক দেশে এত বড় একটি পদক্ষেপ কি জনসাধারণকে অন্ধকারে রেখে নেওয়া যায়? নিলে তা কি গণতান্ত্রিক আচরণ হয়? কেন্দ্রে বিজেপি শাসনের আট বছর পর আজ সচেতন মানুষের বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই যে, নরেন্দ্র

ছয়ের পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি ব্যারাকপুরে

২৪ মে ভর সন্ধ্যাবেলায় উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুরে জনবহুল আনন্দপুরী অঞ্চলে সোনার দোকানে ডাকাতি ও ডাকাতদের ছোঁড়া

গুলিতে একজনের মৃত্যু হয়। ২৬ মে, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলাকমিটির পক্ষ থেকে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল টিটাগড় থানার ওসির কাছে দাবি জানায়, এই ঘটনায় যুক্ত দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড প্রদীপ চৌধুরী, উপস্থিত ছিলেন জেলার বর্ষীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড অমল সেন। দলীয় রঙ না দেখে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি তোলে প্রতিনিধি দল। তাঁরা বলেন, ওই এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাগত অবনতি ঘটছে।

একের পর এক খুন-ডাকাতির ঘটনা তো আছেই, সমাজবিরোধীদের অবাধ গতিবিধি চলছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

বেসরকারিকরণ রুখতে দক্ষিণ বারাশতে
নাগরিক কনভেনশন

রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ২৮ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য হাইস্কুলে নাগরিক কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের রাজ্য আহ্বায়ক ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও মঞ্চের সদস্য নন্দ পাত্র

প্রকাশিত

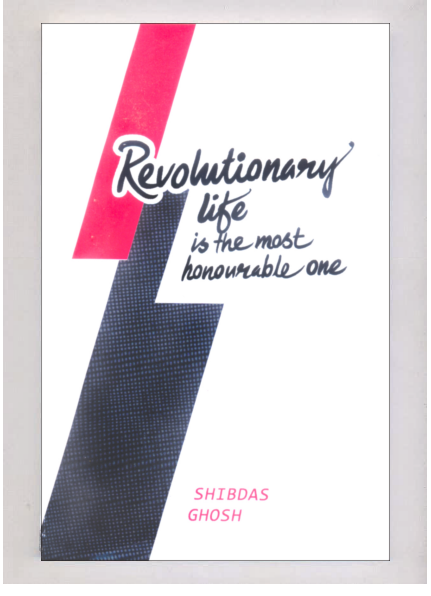

ত্রিপুরায় শিক্ষাশিবির

এ আই ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি আয়োজিত রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে ১৯-২১ মে রাজ্যের পাঁচটি জেলা থেকে ছাত্রকর্মীরা যোগ দেন। সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড প্রোজ্জ্বল দেব, রাজ্য সভাপতি কমরেড মৃদুলকান্তি সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির সর্বনাশা দিকগুলি এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেন।

শেষ অধিবেশনে 'ছাত্র জীবনে রাজনীতি করা উচিত কী' এই বই থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ ভৌমিক। শিবিরে ব্যায়াম, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা যোগ দেন।

স্থায়ী গেটম্যান চাই
বালুরঘাট স্টেশন মাস্টারকে স্মারকলিপি

বালুরঘাটের দুর্লভপুর পোড়ামাধইল গ্রামের রেললাইন পেরোতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হলেন এক প্রবীণ ব্যক্তি। ২০ মে-এর ঘটনা। তাঁর যুবক ছেলেও গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই জায়গায় কোনও রেলগেট না থাকায় প্রায়ই মানুষ এবং গবাদিপশু দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। অথচ এই রেললাইন টপকেই ১০-১২টি গ্রামের মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে গ্রামের মানুষজন এলাকার এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কর্মীদের কাছে এসে এর স্থায়ী সমাধানের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। দলের জেলা কমিটি এই প্রস্তাবে অতিদ্রুত গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে আন্দোলনের উদ্যোগ নেয়। ২৭ মে দলের জেলা কমিটির নেতৃত্বে ৫০ জনের বেশি গ্রামবাসী ওভারব্রিজ অথবা স্থায়ী গেটরক্ষী সহকারে রেলগেট বসানোর দাবিতে বালুরঘাটের স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে ডিআরএম-কে স্মারকলিপি দেন। দু'সপ্তাহের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলনকারীরা আরও জোরদার আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।

নাগরিক অধিকার রক্ষার দাবিতে
তমলুকে সিপিডিআরএস-এর সভা

যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ, জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ব্রিজভূষণ শরন সিংহ সহ কয়েকজন কোচের গ্রেপ্তারের

দাবিতে দিল্লিতে মাসাধিককাল অবস্থানরত কুস্তিগিরদের আন্দোলনের সমর্থনে এবং সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রতিবাদে ও মানবাধিকার রক্ষার দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে পথে নামলেন নাগরিকরা।

২৭ মে তমলুক পৌরসভার সামনে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে এক নাগরিক প্রতিবাদ সভায় মূল প্রস্তাব পাঠ করেন অধ্যাপক সঞ্জীব কুইলা।

বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত পাড়ই, ডাঃ ললিত কুমার খাঁড়া, প্রাক্তন ব্যাঙ্ক আধিকারিক নরেন্দ্রনাথ মাইতি, শিক্ষক তপন জানা, সমাজকর্মী মানিক মাইতি প্রমুখ।

সমস্ত বক্তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধ, মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার, সাজানো এনকাউন্টারে হত্যার তীব্র সমালোচনা করেন ও সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকদের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় এনআরসি প্রত্যাহারেরও জোরালো দাবি ওঠে।

তীব্র নিন্দায় এস ইউ সি আই (সি)

একের পাতার পর

সম্পাদক জয়করণকে গ্রেফতার করেছে, এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ওইদিন এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে যৌন নির্যাতন চালানোর দায়ে অভিযুক্ত ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের গ্রেফতারির দাবিতে যন্তরমন্তরে মহিলা কুস্তিগিররা যে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন, তার প্রতি সংহতি জানাতে সংসদ ভবনের সামনে ২৮ মে একটি মহাপঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ওই কর্মসূচি বানচাল করার লক্ষ্যে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশের এই হামলা ও গ্রেফতারি নৃশংস স্বৈরাচারের নামান্তর।

তিনি বলেন, আমরা অবিলম্বে গ্রেফতার হওয়া ক্রীড়াবিদ ও এসইউসিআই(সি) সহ অন্য সংগঠনগুলির নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবি জানাচ্ছি। বিজেপি সরকারের এই দমনমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমাদের দল, তার শ্রেণি সংগঠন ও গণসংগঠনগুলি দেশ জুড়ে যে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলছে, দেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে তার পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

দামি গাড়ি সচল রাখতে ভরসা ছোট ছোট বঞ্চিত হাতগুলিই

গাড়ি কোম্পানির রকমারি বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে ছোটু আকাশপাতাল ভাবে— আমি যদি ওই গাড়িতে চড়তে পারতাম! ছোটুর চোখে স্বপ্ন। নিত্যসঙ্গী অনাহার। ছোটুর বাবা বিজ্ঞাপনের নির্দিষ্ট ঠিকানায় ছেলেকে নিয়ে পৌঁছলেন কাজের আশায়। দেখলেন, কোনও কোম্পানি নয়, একটা মোটর গ্যারেজ। কমবয়সী ছেলেরা কালিঝুলি মেখে, কেউ গাড়ির তলায় ঢুকে সারাইয়ের কাজ করছে। পরে সেটাই ছোটুর স্থায়ী ঠিকানা হয়ে উঠল।

মোটরগাড়ি যত আধুনিক কারখানাতেই তৈরি হোক, তার পরবর্তী সময় জুড়ে তা সারাতে নির্ভর করতে হয় রাস্তার ধারে, বিশেষত কোনও হাইওয়ের দু'পাশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ছোট ছোট গ্যারাজ, যন্ত্রাংশের কারখানা ইত্যাদিতে কাজ করা শিশু শ্রমিকদের উপর। এগুলিই বহুজাতিক গাড়ি কোম্পানিগুলির সাপ্লাই লাইন হিসাবে কাজ করে। বড় বড় গাড়ি শিল্পের মালিকরা ভারতের বাজারকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে করে। তাঁদের তৈরি গাড়িকে যারা শেষ দিন পর্যন্ত সচল রাখে, সেই হতভাগ্য শিশু শ্রমিকদের কথা কি তাদের কখনও মনে পড়ে? তারা কারখানার স্থায়ী শ্রমিকদেরই শুষে ছিবড়ে করে নেয়, আর এই শিশু শ্রমিকরা তো তুচ্ছ বিষয়।

গ্যারেজ বা গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির ছোট ছোট কারখানায় কাজ করা শিশু শ্রমিকদের বয়স ১০ থেকে ১৫-র মধ্যে। পরিবারের অভাব, চূড়ান্ত দারিদ্র তাদের বাধ্য করে শিশু বয়সেই এই মেহনতের কাজে ঢুকতে। গুয়াহাটি, ইন্দোর, মিরাট, চেন্নাই, পাটনাতে এরকম অসংখ্য শিশু শ্রমিক কাজ করে। সারা মাস অমানুষিক খেটে মাত্র ২০০০-২৫০০ টাকা মজুরি পায় এরা। দরিদ্র সংসারের ধূ ধূ 'মরুভূমি'তে ওটুকুই 'মরুদ্যান'।

২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী দেশে ১০ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি শিশুশ্রমিক রয়েছে। এই সংখ্যা যে বেড়েই চলেছে তা জানতে গুগল সার্চ করার দরকার নেই। আশেপাশের দরিদ্র পরিবারগুলোর দিকে তাকালেই চোখে পড়বে। এমনিতেই করোনা অতিমারিতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা অনেকখানি বেড়েছে। স্কুলছুট ছাত্রদের একটা বড় অংশই নানা জায়গায় কাজে ঢুকতে বাধ্য হয়েছে অভাবের কারণে। তার উপর ক্রমাগত বেড়ে চলা বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিতে অনুঘটকের কাজ করেছে। শিশু শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় জাতীয় কমিশন রয়েছে, রয়েছে শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৬। তবুও অন্যান্য শিল্পের মতো গাড়ি শিল্পে শিশুশ্রমিকদের অবৈধ ভাবে নিয়োগ নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও। প্রশাসনও নিশ্চুপ। কখনও কোনও জায়গায় দুর্ঘটনায় কোনও শিশুশ্রমিকের মৃত্যু হলে দু-চারদিন হইচই হয়। তারপর যে কে সেই। শিশু শ্রমিকদের শ্রম নিংড়ে মালিকের পুঁজি বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া হয়।

'দেশ এগোচ্ছে' বলে ভাষণ দেওয়া কিংবা শিশুদিবসে কোনও হৃষ্টপুষ্ট শিশুকে কোলে নেওয়া নেতারা একবারও এই নিপীড়িত শিশু শ্রমিকদের কথা ভাবেন কি? ভাবলে কি সাড়ে সাত দশক ধরে তা চলতে পারত? আসলে তাঁরা তো শিল্পপতিদের সেবক হিসাবেই কাজ করেন। গাড়ি কারখানার মালিক আর শিশু শ্রমিক একসঙ্গে উভয়ের সেবা তো করা যায় না। তাহলে তারা কোন দেশের এগোনোর কথাই বা বলেন? শ্রমিকদের বাদ দিলে দেশটা আর কার! ফলে দেশটা যদি এগোয়, তা হলে কোন দিকে এগোচ্ছে?

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে আদর্শের নিবিড় চর্চা জেলায় জেলায়

মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে আগামী ৫ আগস্ট। ওই দিন কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সমাপনী সমাবেশে সারা দেশ থেকে অসংখ্য মানুষ যোগ দেবেন। এই উপলক্ষে কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষের তাৎপর্য চর্চার জন্য সারা দেশেই অসংখ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বেশ কিছু সংবাদ গণদাবীর পাতায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

মৈপীঠ ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় দলের মৈপীঠ লোকাল কমিটির উদ্যোগে আলোচনা সভা ২৩ মে। শতাধিক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে আলোচনা করেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষের তাৎপর্য এবং নির্বাচন সম্পর্কে সঠিক মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

মৈপীঠ

কালনা ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় কৃষ্ণদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ২১ মে এক সভায় আলোচনা করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুব্রত গৌড়ী। উপস্থিত ছিলেন দলের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড অনিরুদ্ধ কুণ্ডু, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অপূর্ব চক্রবর্তী এবং লোকাল সম্পাদক কমরেড শুভেন্দু গোস্বামী।

সিঙ্গুর ঃ ২৮ মে হুগলি জেলায় সিঙ্গুরের রতনপুরে শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপন প্রস্তুতি কমিটির আয়োজনে 'স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বামপন্থী আন্দোলন ও কমরেড শিবদাস ঘোষ' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত। উপস্থিত ছিলেন দলের হুগলি জেলা কমিটির সদস্য কমরেড তপন দাস ও সিঙ্গুর আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড শংকর জানা।

সিঙ্গুর

কলকাতা ঃ দলের লেক আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ২৮ মে 'ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলন ও শিবদাস ঘোষের চিন্তা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কাঞ্চন দাশগুপ্ত।

এমএসপি চালু ও চিনিকল খোলার দাবিতে
মধ্যপ্রদেশে কৃষক বিক্ষোভ

বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল-২০২১ প্রত্যাহার, সমস্ত কৃষি ফসলে এমএসপি-র গ্যারান্টি, নারায়ণপুরে বন্ধ চিনি কারখানা অবিলম্বে চালুর দাবিতে ২৪ মে মধ্যপ্রদেশ জুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল এ আই কে কে এম এস। গুনা জেলার প্রধান সরকারি দফতরে ওই দিন বিক্ষোভে জেলার নানা প্রান্ত থেকে শতাধিক কৃষক অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মনীশ শ্রীবাস্তব, জেলা সম্পাদক মহেন্দ্র নায়ক, রাজ্য সহসভাপতি সুরেন্দ্র কুমার। সভায় কৃষকরা মান্ডিতে সরকারি তত্ত্বাবধানে ফসল কেনাবেচার দাবি তোলেন। সমস্ত কৃষি বাজার এবং মান্ডির উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং আখচাষিদের স্বার্থে বন্ধ থাকা চিনিকল অবিলম্বে চালুর দাবি তোলেন বক্তারা।

প্রতিবাদী কুস্তিগিরদের ডাকে দিল্লির মহাপঞ্চায়েতে যোগ দেওয়ার জন্য ২৪ মে রওনা হন হরিয়ানার ভিওয়ানির এ আই কে কে এম এস প্রতিনিধিদল। দিল্লিতে প্রবেশের আগেই তাঁদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

ডিপ্লোমার ডাক্তার ও ১৫ দিনের নার্স!
প্রতিবাদে তমলুকে অবস্থান

চিকিৎসায় ডিপ্লোমাধারী ডাক্তার ও ১৫ দিনের ট্রেনিংয়ে নার্স নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করে শূন্যপদে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের দাবিতে ও সরকারি হাসপাতালে ওষুধ ছাঁটাই, জনবিরোধী মেডিকেল শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ২৫ মে অবস্থানের ডাক দিয়েছিল হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি। ওই দিন তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে বিক্ষোভে সামিল হন জেলার গ্রামীণ চিকিৎসক থেকে শুরু করে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীরা।

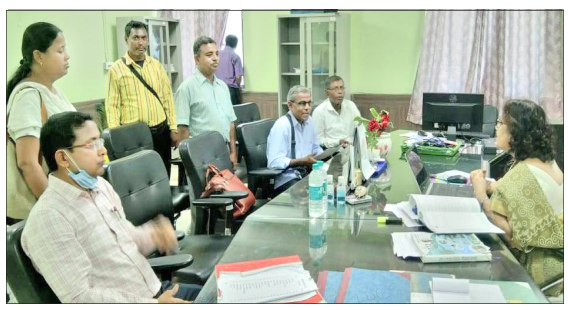

পাঠকের মতামত

মদের প্রসারে সর্বনাশ

গভীর উদ্বেগ ও বেদনার বিষয় যে, মদের ব্যাপক প্রসারের কারণে মেখলিগঞ্জ মহকুমার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ বর্তমানে অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি ছোট ছেলেমেয়েরাও মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। কোথাও কোথাও স্কুল চলাকালীনই ছাত্ররা ক্লাসরুমে মদের আসর বসাচ্ছে। মদ খেয়ে শিক্ষক পড়াতে আসছেন ক্লাসে। মদের কারণে বহু পরিবারে চরম অশান্তি চলছে। একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তিটি মদে আসক্ত হওয়ায় পরিবারের অর্থনৈতিক সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে। মদের কারণে মেখলিগঞ্জ মহকুমা জুড়ে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে চলেছে। আমার মনে হয়, মদের প্রসারের জন্য নির্বাচনও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

এই অবস্থায় মেখলিগঞ্জ মহকুমার ভোটবাড়ি, কুচলিবাড়ি, হলদিবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে আরও ভয়ঙ্কর জায়গায় পৌঁছে দেবে। শুধু রাজস্ব আদায় বাড়ানোর নামে রাজ্য সরকারের মদ প্রসারের সর্বনাশা সিদ্ধান্ত কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

এলাকার বাসিন্দা হিসাবে আমার দাবি, কোনও অবস্থাতেই মেখলিগঞ্জ মহকুমার কোথাও নতুন করে মদের দোকান খোলা চলবে না। যত্রতত্র মদ বিক্রি বন্ধে প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং অবিলম্বে রাজ্য জুড়ে মদ নিষিদ্ধ করতে হবে। এছাড়া মহিলাদের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশ্যে মদ্যপান বন্ধে মেখলিগঞ্জ মহকুমা প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এলাকার পরিবেশ সুস্থ রাখতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ছাত্র-যুব-মহিলা সহ সকলকে মদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় মদ বিরোধী নাগরিক কমিটি গড়ে আন্দোলনে নামতে হবে।

সামাজিক পরিবেশ এভাবে ক্রমাগত বিষাক্ত হতে থাকলে আমাদের কারও ঘরের সন্তানই কিন্তু রেহাই পাবে না।

রঞ্জিত কুমার রায়
মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার

গুপ্তিপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবার দাবি এআইডিওয়াইও-র

হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল তিনটি পঞ্চায়েতের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। অথচ নেই ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী। সর্বক্ষণের পরিষেবা তো দূরে, প্রতিদিন একজন ডাক্তারও থাকে না। নেই কোনও প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ব্যবস্থা। এমনকি গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসা পরিষেবাটুকুও নেই এখানে। গ্রামের গরিব সাধারণ মানুষকে হাজার হাজার টাকা খরচ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসা করাতে হয়। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় এআইডিওয়াইও-র গুপ্তিপাড়া আঞ্চলিক কমিটি।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সর্বক্ষণের চিকিৎসা পরিষেবা, এক্স-রে, ইসিজি, ইউএসজি সহ সমস্ত প্রকার পরীক্ষাব্যবস্থা চালু ও বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের দাবিতে শত শত মানুষের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ২৬ মে বলাগড় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় ও স্মারকলিপি দেয়। দ্রুত দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন নেতৃবৃন্দ।

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

এসেই শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে নেতাজির সমর্থকরা মেয়েদের উত্যক্ত করতে শুরু করে। লালঝান্ডা পার্টির লোকেরা লালঝান্ডা তুলে স্লোগান দিয়ে এসেই, লালঝান্ডা হাতে নিয়ে অন্যদের বোমা মারতে শুরু করে। ... এই যে লক্ষ্যহীন বেপরোয়াভাব, যেটা ইউরোপের সমাজে ব্যাপক আকার নিয়েছে, আমাদের দেশে এখনও এত ব্যাপক আকার নেয়নি — এটা একটা মারাত্মক বিপদ হিসাবেই আসছে। আমাদের দেশেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত পরিবারগুলোর যুবক-যুবতীদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে এটা ক্রমাগত বাড়ছে। এটা হচ্ছে কীসের জন্য? এর পিছনে সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণ কী? মানসিক-নৈতিক-আচরণবিধি সংক্রান্ত কারণ কী? তাঁরা এর ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

ইউরোপের সামনের সারির নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্টরা বলছেন, এটা হল 'প্রজন্মের সঙ্কট'। এঁদের মনোভাবটা হল এটাই দেখানো যে, এতে তাঁদের দায়িত্ব নেই। তাঁরা বলে থাকেন, তাঁদের প্রচুর উন্নতি হয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। এই বলে তাঁরা যে বড়াই করছেন, এটা তাঁরা করতে পারবেন না, যদি বলা যায়, বাস্তবে এটা সংস্কৃতির সঙ্কট। কিন্তু আমি বলব, আদতে এটা সংস্কৃতিরই সংকট, যার দায়িত্ব অবশ্যই নেতৃত্বের উপর বর্তায়। এটা দূর করা তাঁদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। তাঁদের এই বিরাট দায়িত্ব তাঁরা পালন করছেন না। ফলে, এটা যে আদর্শগত ক্ষেত্রে, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সঙ্কট, তা না বলে তাঁরা বলছেন, এটা প্রজন্মের সঙ্কট। তাঁরা অতীন্দ্রিয়বাদে ডুবে রয়েছেন।

আসলে এটা হল, আদর্শগত-সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তারই ফল। মানবতাবাদী মূল্যবোধ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। অথচ নতুন সর্বহারা মূল্যবোধ ও চেতনা — এক, দুই, তিন, চার করে একটা নির্দিষ্ট ধারণায় আসেনি। তারই পরিণামে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। একটা উন্নত নৈতিকতার ধারণাই একমাত্র এই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পারে। সেটা করবে কে? কারণ, এটা যাঁদের করার কথা, তাঁরা নিজেরাই বিপ্লবের দর্শনগত, আদর্শগত, সংস্কৃতিগত দিকগুলিকে প্রতিফলিত করেন না। এই হল ইউরোপের সঙ্কট। আমাদের দেশেও এবং অন্যত্র কমিউনিস্ট প্রগতিবাদী বলে যাঁরা এই সমস্যার মধ্যে পড়েছেন, তাঁদেরও মূল সমস্যাটা এখানে।

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় ভারতের পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব
শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড

ফুলবাজারগুলির উন্নয়নের দাবিতে মন্ত্রীর কাছে ফুলচাষিরা

কলকাতার মল্লিকঘাটে এশিয়ার বৃহত্তম ফুলবাজারে ফুল সংরক্ষণের ব্যবস্থা সহ আধুনিক বাজার গড়ে তোলা, সংলগ্ন রেল লাইনের উপর ভেঙে দেওয়া ব্রিজ নূতন করে নির্মাণ, হাওড়া জেলার বাগনানে সরকারি ফুলবাজার অবিলম্বে চালু, পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ফুলবাজারে বন্ধ হয়ে থাকা ফুলের হিমঘর চালু করা, দেউলিয়া বাজার সংলগ্ন পানশিলার সরকারি ফুলবাজার অবিলম্বে খোলার ব্যবস্থা, কোলাঘাট ফুলবাজারের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রভৃতি দাবিতে ২৩ মে সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে হর্টিকালচার দপ্তরের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, রাজ্যের কয়েক লক্ষ ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী পরিবার এই পেশার সাথে যুক্ত থাকলেও রাজ্য সরকার ফুলবাজারগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটায়নি। হাজার হাজার চাষিকে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফুল বিক্রি করতে হয়। মন্ত্রী দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

শ্রমিকের মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণের দাবি এসইউসিআই (সি)-র

১৯ মে পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুক পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে গঙ্গার ঘাটে পুরনো ব্রিজ ভাঙার কাজ চলার সময় দুর্ঘটনার ফলে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। কাজের সময় শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা, মৃত ও আহতদের পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবিতে তমলুক মহকুমা শাসক দপ্তরে স্মারকলিপি দেয় এস ইউ সি আই (সি) তমলুক লোকাল কমিটি।

দলের অভিযোগ, অপরিকল্পিতভাবে এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়াই এই ব্রিজ ভাঙার কাজ হচ্ছে। এই মৃত্যুর জন্য যেমন দায়ী ঠিকাদার সংস্থা, তেমনি এর দায়ভার তমলুক পুরসভাও এড়াতে পারে না।

নোট বাতিল ঃ জনস্বার্থের সম্পর্ক নেই

তিনের পাতার পর

মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের সঙ্গে গণতান্ত্রিক আচার-আচরণের ছিটেফোঁটা সম্পর্কও নেই। একটি সিদ্ধান্তও এই সরকার জনগণের মতামতের ভিত্তিতে নেয়নি। একের পর এক সিদ্ধান্ত এই সরকার ওপর থেকে জনগণের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে।

যে দিন রাতারাতি লকডাউন ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী, সে দিনও তিনি দেশের কোটি কোটি জনগণের দুর্ভোগের কথা বিবেচনার মধ্যেই আনেননি। সেই অন্তহীন দুর্ভোগ থেকে দেশের বিরাট অংশের মানুষ আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রীর জিএসটি ঘোষণার দ্বারা কারা লাভবান হয়েছে? সাধারণ মানুষ, নাকি বৃহৎ পুঁজির মালিকরা? এর ফলে যেমন ছোট ব্যবসা তীব্র ধাক্কা খেয়ে বাজার থেকে হটে গেছে, তেমনই এক ধাক্কায় যে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি এর ফলে ঘটেছে তার বোঝা সাধারণ মানুষই বয়ে বেড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যে তিনটি কৃষি আইন চালু করতে চেয়েছিলেন, তা জনগণের মতামতের বিরুদ্ধে গিয়েই। অর্থাৎ নোট বাতিল, জিএসটি কিংবা রাতারাতি লকডাউন বা কৃষি আইন, এনআরসি চালু— কোনও সিদ্ধান্তেই এই সরকার জনমতের তোয়াক্কা করেনি, সবই নিয়েছে স্বৈরাচারী কায়দাতে। একই ভাবে দুহাজার টাকার নোট বাতিলে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই।

গ্রাহক বিক্ষোভে পিছু হঠল সরকার

দুয়ের পাতার পর

হয়েছে। অ্যাবেকা নেতৃত্ব বলেন, বন্টন কোম্পানি সাধারণ গ্রাহকদের উপর টাকার বোঝা বাড়িয়ে তা দিয়ে বৃহৎ পুঁজির গ্রাহকদের ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে চেয়েছে।

বন্টন কোম্পানির চেয়ারম্যানের অবর্তমানে তিনজন ডাইরেক্টর প্রায় এক ঘন্টা প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন। তাঁরা গ্রাহক নেতৃত্বের যুক্তি অস্বীকার করতে পারেননি। এই আন্দোলনের চাপে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নতুন রেগুলেশনে লেট পেমেন্ট সারচার্জ ২৪ শতাংশের পরিবর্তে কমিয়ে কৃষিতে ১২ শতাংশ হারে এবং গৃহস্থ, বাণিজ্য, ক্ষুদ্রশিল্পে ১৫ শতাংশ হারে নেওয়ার কথা জানানো হলেও ব্যাঙ্ক রেট অনুযায়ী কমানো হয়নি। ব্যাপক গ্রাহক আন্দোলনের চাপে ২৩ মে রাতেই রাজ্যের সমস্ত বিদ্যুৎ অফিসে খবর যায় ডিসিআরসি চার্জ ১০০ টাকার বেশি নেওয়া হবে না।

আন্দোলনের এই জয়ের জন্য গ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়ে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বলেন, যতক্ষণ ট্যারিফ অর্ডার পরিবর্তন করা না হচ্ছে এবং ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ না কমানো হচ্ছে ততক্ষণ এই ট্যারিফ অর্ডারের বিরুদ্ধে সকল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চলবে। তিনি বিজেপি সরকারের জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২১ বাতিলেরও দাবি জানান।

এবার শুধু হুমকি নয়, সরাসরি আইন করেই সংবাদমাধ্যমের গলা টিপছে বিজেপি সরকার

একটি মালয়ালাম চ্যানেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে ৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, সরকারের নিন্দা মানেই দেশদ্রোহিতা নয়। সরকারের নীতির সমালোচনা করলেই প্রতিষ্ঠানবিরোধী বলা যাবে না। জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করে নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তোলা ঠিক নয়।

অথচ, ঠিক পরের দিন ৬ এপ্রিল, সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তথ্যপ্রযুক্তি ও সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে নয়া সংশোধনী এনে এক বিধি প্রবর্তন করে। একে বলা হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি মধ্যস্থতাকারী নীতি-নির্দেশিকা এবং ডিজিটাল এথিক্স কোড, সংশোধনী-২০২৩, অর্থাৎ আইটি রুলস। বলা হয়েছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জাল, প্রতারণামূলক সংবাদ, ভুল তথ্য, ফেক ভিডিও, ছবি এবং যে সব প্রোগ্রাম কেন্দ্রীয় সরকারের 'কার্যাবলি সম্পর্কে ভ্রান্তি সৃষ্টি করে' তা পরিবেশনা ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া তথা সিস্টেমকে নির্মূল করা এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য। ২০০০ সালে পাশ হওয়া তথ্যপ্রযুক্তি আইনের আওতায় আইটি রুলস ২০২১ এর উপরে এসেছে এই নয়া সংশোধনী। কেন্দ্রের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রককে সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে 'ফ্যাক্ট চেক ইউনিট' বা তথ্য যাচাই বিভাগ গঠন করে এই আইন প্রয়োগের। খবর, তথ্য, নিবন্ধ, মেসেজ, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির কোনগুলি সরকারের ভাবনার পরিপন্থী, অথবা সরকারের মতে 'ফেক নিউজ' এ সব ঠিক করে দেবে এবং সেই মতো ব্যবস্থা নেবে এই বিভাগ। অর্থাৎ খবরের কোনটি সত্য আর কোনটি ভুয়ো— তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা পুরোটাই থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। তার মানে, কোনও সরকারি নীতি অন্যায্য বা অগণতান্ত্রিক হলে তার সমালোচনা করার অধিকার সংবাদমাধ্যমের যতটুকু ছিল, এই সংশোধনী চালু হওয়ার পর ততটুকুও থকবে না।

মনে পড়ে যায় জার্মানিতে হিটলারের চালু করা ১৯৩৩-এর প্রেস আইনের কথা। সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদ উইলিয়াম শিরার 'দি রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, প্রতিদিন জার্মানির প্রচার সচিব গোয়েবলসের দপ্তরে সব দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের জমায়েত হয়ে নির্দেশ গ্রহণ করতে হত। এই ভারতেও কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জরুরি অবস্থার সময় সেন্সরশিপ চেপেছিল সংবাদমাধ্যমের ঘাড়ে। বহু সাংবাদিক, সম্পাদককে জেলবন্দি থাকতে হয়েছিল। বিজেপির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মাঝে মাঝে মহাসমারোহে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন বটে, কিন্তু তাঁর সরকার যে আইন আনল, তা জরুরি অবস্থার থেকে কম ভয়ঙ্কর নয়। এই জমানাতে সরকারের বিরুদ্ধতা করলেই দেশদ্রোহী তকমা জুটছে। বহু সাংবাদিক জেল খাটছেন বা মামলার সম্মুখীন।

ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকল ১৯(১)এ, দেশের প্রতিটি নাগরিককে ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। আর্টিকেল ১৯(২)-এ বলা হয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব, সংহতি, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, আদালত অবমাননা, বৈদেশিক সম্পর্কে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়তে পারে এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কাজ অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই সরকারকে বিচারকের ভূমিকা দেওয়া হয়নি। বস্তুত বিভ্রান্তিকর বা ফেক নিউজ ও ভিডিও এখন এ দেশে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে থাকে বিজেপির আইটি সেল। তাদের ঘনিষ্ঠরাই মিথ্যা প্রচার ও বিদ্বেষ-ভাষণ দিয়ে বেড়ান। এদিকে সেটাকেই অজুহাত করে সংবাদমাধ্যম ও মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার আইন আনল বিজেপি।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম তাত্ত্বিক টমাস জেফারসন বলতেন, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতাই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। ... সংবাদপত্রহীন একটি সরকার এবং সরকারবিহীন সংবাদপত্র এই দুইয়ের মধ্যে আমি কোন পক্ষে, যদি আমাকে বলতে বলা হয়, এক মুহূর্তেই নির্দ্বিধায় বলবো আমি সরকারবিহীন সংবাদপত্রের পক্ষে।'

আগেকার সকল বিধি বাতিল করে, তথ্যপ্রযুক্তি মধ্যস্থতাকারী নীতি নির্দেশিকা এবং ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড-২০২১ যখন চালু হয় তখনই বিতর্ক ওঠে, প্রতিবাদ ওঠে দেশ জুড়ে। প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকার কর্ণপাত করেননি। ওই রুলসকে ভাগ করা হয়েছিল দুই অংশে, কেন্দ্রীয় ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক সেই বিধি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে। নেটফ্লিক্স, আমাজন ইত্যাদির মতো 'ওভার দি টপ' (ওটিটি) প্ল্যাটফর্ম এবং সমস্ত ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমগুলির মধ্যস্থতার ভূমিকায় থাকবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। নয়া সংশোধনীর আওতায় আনা হয়েছে, সকল নেটব্যবহারকারী, যারা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদান, সংরক্ষণ কিংবা শেয়ার করেন তাঁদের সবাইকে। সংযুক্ত করা হয়েছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, সার্চইঞ্জিন, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম সহ সামাজিক মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম বা মাধ্যমগুলিকে। সেগুলিতে যাতে সরকারের সমালোচনা ও বিরোধিতা করে কোনও পোস্টনা হয় তার নজরদারি ও বিচার করবে 'ফ্যাক্ট চেক ইউনিট'। হোয়াটসঅ্যাপের ক্ষেত্রে তথ্য ছবি ও ভিডিও লেনদেনে 'এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন' চালু আছে ২০১৩ সাল থেকে। যাতে একটা ডিভাইস থেকে বার্তা বা ছবি যে ডিভাইসে পাঠানো হয় কেবলমাত্র সেটির মালিকই দেখতে পারে, অন্য কেউ নয়। এখন নয়া আইটি রুলসে এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, কে কাকে প্রথম সংবাদ বা তথ্য ইত্যাদি পাঠিয়েছে, কে পরে পাঠিয়েছে, কে গ্রহণ করছে তা চিহ্নিত করা যাবে। ফলে ব্যক্তি ও তথ্যের গোপনীয়তা বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। এর ফলে যে কোনও লোককে শিকার বানানো শুধু সরকার নয়, দুষ্কৃতী ও হ্যাকারদের কাছেও আরও সহজ হয়ে উঠবে।

২০১৫-তে সুপ্রিম কোর্ট তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬-এ ধারাকে বাতিল করে। সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য ছিল, সংবিধান প্রদত্ত বাক স্বাধীনতার অধিকারকে ৬৬-এ ধারা অস্বীকার করছে। এই আইনের বলে সরকার কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য ও সংবাদকে ক্ষতিকারক বলে মনে করলেই কঠোর শাস্তি দিতে পারত।

আইটি রুলসের নয়া সংশোধনী ২০২৩, দুই দিক থেকে অকার্যকরী এবং অবাস্তব। প্রথমত কোনও সংবাদকে নির্ভুলভাবে ভ্রান্ত বা ফেক হিসাবে নির্ধারণ করতে হলে যে যত্নে তা যাচাই করা দরকার কোনও ডিভাইসের সাহায্যেই তা তৎক্ষণাৎ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষ দূরের কথা, এমনকি দেশের বহুল প্রচলিত বেশিরভাগ সংবাদপত্র, সংবাদ চ্যানেল বা মিডিয়ার হাতে ফেক নিউজ বাছার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো, লোকবল এবং তার জন্য পর্যাপ্ত সময় নেই। এই সুযোগে 'ফ্যাক্ট চেকিং'-এর নামে বিজেপি সরকার সংবাদমাধ্যমের প্রতিটি শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও নিজেদের তাঁবে রাখতে চাইছে, যা চরম স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বৈরতন্ত্র ব্যতীত ভিন্ন কিছু নয়। নিরপেক্ষতা ও সদিচ্ছা থাকলে প্রচলিত আইনেই ভ্রান্ত ও মিথ্যা সংবাদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ ভাষণ ইত্যাদি অনেকাংশেই প্রতিহত করা যায়। তার জন্য সরকার জনসাধারণকে সজাগ ও সচেতন করতে পারে। কিন্তু বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া অথবা বিচারব্যবস্থার কাজ প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়ার অধিকার তাদের নেই।

বুম লাইভ, ফ্যাক্টলি, দি লজিক্যাল ইন্ডিয়ান, বিশ্বাস নিউজ, দি কুইনট ইত্যাদি ওয়েবসাইটগুলির মিলিত ১৪ টি সংস্থা নিয়ে গঠন করা হয়েছে 'মিসইনফরমেশন কমব্যাট অ্যালায়েন্স'(এমসিএ), বা ভ্রান্ত তথ্য প্রতিরোধ জোট। যারা সরকারের নেটওয়ার্ক 'ফ্যাক্ট চেক ইউনিট'-এর অংশ হিসেবে কাজ করবে। এদের বেশিরভাগই নিজেদের ওয়েবসাইটের ফ্যাক্ট চেক করে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট চেকিং ওয়েবসাইটগুলিকে এমসিএ জোটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যার মধ্যে মহম্মদ জুবেইর এবং প্রতীক সিনহার 'অল্ট নিউজ' ওয়েবসাইটও আছে, যারা মিথ্যা বা ফেক নিউজ এবং কৃত্রিমভাবে বানানো ভিডিও ইত্যাদি শনাক্তকরণে বিশেষভাবে পারদর্শী। ইতিমধ্যে ইংরেজি দৈনিক 'দি হিন্দু' ৭ দিন ধরে (৭ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল'২৩) উপরোক্ত ফ্যাক্ট চেকিং ওয়েবসাইটগুলির ১৪২টি বৃহৎ নিবন্ধবিশ্লেষণ করে বলেছে, 'কেন্দ্রীয় সরকার, শাসক বিজেপি দল ও আরএসএস-এর সম্পর্কিত নিবন্ধগুলির ২৮ টি ভ্রান্ত বা ফেক নিউজ' (দি হিন্দু--২২.৪.২০২৩)।

বাকস্বাধীনতা প্রসঙ্গে ১৯২৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ আদালতে ক্যারোলেট অনিটা হুইটনি বনাম পিপল অব দি স্টেট ক্যালিফোর্নিয়া মামলায় বিচারপতি লুইস ব্রানডেসিসের রায় এত বছর পর আজও প্রাসঙ্গিক। হুইটনির বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ ছিল, তাঁর বক্তব্য সমাজে জনশৃঙ্খলা (পাবলিক অর্ডার) বিনষ্ট করছে। বিচারপতি ব্রানডেসিস বলেন, সরকারের সমালোচনা করলে শাস্তি দেওয়া গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরার সামিল। বাক স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার গণতন্ত্রের হৃদয় স্বরূপ। কোনও অবস্থাতেই মানুষের বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়া বা ছেঁটে ফেলা যায় না। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম তাত্ত্বিক টমাস জেফারসন বলতেন, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতাই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। ... সংবাদপত্রহীন একটি সরকার এবং সরকারবিহীন সংবাদপত্র এই দুইয়ের মধ্যে আমি কোন পক্ষে, যদি আমাকে বলতে বলা হয়, এক মুহূর্তেই নির্দ্বিধায় বলবো আমি সরকারবিহীন সংবাদপত্রের পক্ষে।'

আইটি রুলস সংশোধনী ২০২৩ বাতিলের দাবিতে ইতিমধ্যে আদালতে মামলা হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র বিচারব্যবস্থার উপর নির্ভর করে ওই স্বৈরাচারী আক্রমণকে প্রতিহত করা যাবে না। একমাত্র দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধগণআন্দোলনের পথেই এই আক্রমণকে রুখে দেওয়া সম্ভব, এছাড়া ভিন্ন কোনও রাস্তা নেই।

যানজট সমস্যার সমাধান চাই
দাবি পাঁশকুড়ার নাগরিক কনভেনশনে

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় রেলগেট সংলগ্ন লেভেল ক্রসিং-এ যানজট একটা গুরুতর সমস্যা। কলেজ, হাসপাতাল, বাজার, রেল বুকিং কাউন্টারে নিত্যদিন লক্ষাধিক মানুষ যাতায়াত করেন। বহু সময় এক ঘন্টার বেশি গাড়িগুলি আটকে থাকে। এই যানজট সমস্যার সমাধানের দাবি বারবার উঠলেও রেল দফতর কান দেয়নি।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বানে ২৬ মে পাঁশকুড়া স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে চার শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন মঞ্চের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আহ্বায়ক মধুসূদন বেরা, পাঁশকুড়া স্টেশন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি অশোক কুমার মাইতি, সম্পাদক মুকলেশ আজম খান, পাঁশকুড়া ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইয়াসিন খান, মাদ্রাসা শিক্ষক আজিজুল রহমান, পরিবহণ যাত্রী কমিটির ঘাটাল-পাঁশকুড়া শাখার পক্ষে অঞ্জন জানা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল মাসুদ প্রমুখ।

আন্দোলন গড়ে তুলতে দেবদুলাল ঘোড়াইকে সভাপতি, সহিদ খান ও তপন নায়ককে যুগ্ম সম্পাদক এবং ফরিদা বেগমকে কোষাধ্যক্ষ করে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পাঁশকুড়া শাখা গঠিত হয়। লেভেল ক্রসিং থেকে বালিডাংরি রেলপুল পর্যন্ত লিংক রোড তৈরি, লেভেল ক্রসিং-এ উড়ালপুল নির্মাণের দাবি জানান নাগরিকরা।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ক্রীড়াবিদদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও
অভিযুক্ত সাংসদের শাস্তির দাবিতে দেশ জুড়ে সোচ্চার মানুষ

রাজভবনের গেটে ব্যারিকেড দিয়েও আটকানো গেল না ছাত্র-যুবদের

কলকাতায় রাজভবনে তুমুল বিক্ষোভ

দিল্লিতে মহিলা কুস্তিগিরদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ২৯ মে কলকাতায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে রাজভবনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয়। প্রায় শতাধিক কর্মী-সমর্থক বিক্ষোভে সামিল হন। পুলিশ মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে আন্দোলনকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'জন মহিলা কর্মীর পোশাক ছিঁড়ে দেয়। পাঁচজন আন্দোলনকারী গুরুতর জখম হন। ২২ জন মহিলা সহ ৪০ জন আন্দোলনকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

রাজভবনের সামনে কর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ

ঝাড়খন্ডের গোড্ডায় ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভ

দিল্লিতে বিক্ষোভ

ধিক্কার মিছিলে ছাত্র-যুব-মহিলারা। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড

প্রতিবাদ কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে

এ ভারত নরেন্দ্র মোদির

একের পাতার পর

উঠেছে, তারই বিচারের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্নায় বসেছিলেন কুস্তিগিররা। এক মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও এত বড় একটা অন্যায়ের অভিযোগের কোনও সুরাহার আশ্বাস তো কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কোনও নেতা-মন্ত্রীর পক্ষ থেকে আসেইনি, উপরন্তু সেই ব্রিজভূষণের মতো 'সম্পদ'কে পাশে বসিয়েই নতুন সংসদের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

গ্রেফতারির পর্ব শুরু হয়েছিল এ দিন ভোর থেকেই। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এবং তার গণসংগঠনগুলি কুস্তিগিরদের ন্যায়বিচারের দাবিকে প্রথম থেকেই সমর্থন করেছে, পাশে থেকেছে সক্রিয় ভাবে। এই প্রতিবাদের অংশ হিসাবেই এ দিন 'মহিলা সম্মান মহাপঞ্চায়েতের' ডাক দিয়েছিলেন প্রতিবাদকারীরা।

দলের মহিলা সংগঠন, ছাত্র-যুব ও কৃষক সংগঠনও এই মহাপঞ্চায়েতে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। তাই এ দিন ভোরেই পুলিশের বিশাল বাহিনী দলের দিল্লি অফিস ঘিরে ফেলে এবং মহিলা সংগঠন এআইএমএসএসের রাজ্য সম্পাদক ঋতু কৌশিক, দলের দিল্লি রাজ্য কমিটির সদস্য রাজেন্দ্র সিং অ্যাডভোকেট সহ দলের নেতাদের তুলে নিয়ে গিয়ে থানায় আটক করে। অন্য দিকে হরিয়ানা থেকে দলের কৃষক সংগঠনের নেতা-নেত্রীরা এ দিন যখন মহাপঞ্চায়েতে যোগ দেওয়ার জন্য ভোরেই রওনা হয়েছেন, তখন তাঁদের বিভিন্ন রেল স্টেশন থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

দলের কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস-এর হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়করণের বাড়ি পুলিশ ঘিরে রেখে তাঁকে গৃহবন্দি করে। এ ছাড়াও বিজেপি সরকারের পুলিশ দিল্লি সীমান্তে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ থেকে দলে দলে আসা কৃষকদের আটকে দেয়। প্রতিবাদে তাঁরা সেখানেই ধর্নায় বসেন।

হুগলিতে বিক্ষোভ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com